১৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN. 1 1999
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন '৯৮

নকলের কারণে শিক্ষার্থী বহিষ্কারের পাশাপাশি নকলে সহযোগিতা করায় শিক্ষক বহিষ্কার, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে শিক্ষকের জড়িত থেকে দুর্নীতি এবং শিক্ষক অভিভাবক সংঘর্ষের মতো খবরও উঠে আসে কাগজে...... এ বছর মহিলা কলেজগুলোর ছাত্রীদের মধ্যেও ব্যাপক সংঘর্ষ দেখা গেছে।

'৯৮ সালে শিক্ষাঙ্গন কখনও উত্তাল আন্দোলনে। সংঘর্ষ, বোমাবাজি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে কখনও বিপন্ন শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ। নকল, প্রশ্ন ফাঁস, কিছুটা উত্তেজনা, কিছু সিদ্ধান্ত সব মিলিয়ে গতানুগতিক একটা বছর পার হয়ে গেল আমাদের শিক্ষাঙ্গনের।

পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে হাঙ্গামা করা অনেকটা নিয়মের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। '৯৮-তেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরীক্ষা পিছানোর দাবির কারণ এবার ছিল বিশ্বকাপ ফুটবল। বইপত্র ঠেলে দিয়ে আয়েশে ফুটবল খেলা দেখার দাবিতে রাস্তায় গাড়ি ভাংচুর করেছে এইচএসসি'র ছাত্ররা। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার সময় যে ক'টি কারণে

রেহানা পারভীন রুমা

উদ্বেগ দেখা যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে নকল প্রবণতা; অন্যটি প্রশ্নপত্র ফাঁস। কতিপয় অসাধু কর্মচারীর যোগসাজশে ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং প্রকৃত শিক্ষার্থীর শ্রমের বিপরীতে যে হতাশা আসে তা ভেবে দেখা হয় না। এ বছর এসএসসি পরীক্ষার সময় ছোট সাইজের পকেট গাইড বুক বলে একটি বইয়ের জনপ্রিয়তা দেখা যায়। ১০/১২ টাকায় এসব বই পকেটে নিয়ে নকল করার ক্ষেত্রে বেশ সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। যত রকম প্রচারণাই চালানো হোক না নকল প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয়নি পরীক্ষা কেন্দ্রে। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনই এ কারণে বহিষ্কার করা হয় দু' হাজার দু' শ' ছেলেমেয়ে।

নকলের কারণে শিক্ষার্থী বহিষ্কারের পাশাপাশি নকলে সহযোগিতা করায় শিক্ষক বহিষ্কার, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে শিক্ষকের জড়িত থেকে দুর্নীতি এবং শিক্ষক অভিভাবক সংঘর্ষের মতো খবরও উঠে আসে কাগজে।

'পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধে শিক্ষকদের দায়িত্ব' শীর্ষক একটি সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, শিক্ষকরা চাইলে পরীক্ষার ৯৯ ভাগ নকল বন্ধ করা সম্ভব। পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এক সভায় পরীক্ষা হলে অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রতিরোধ ও নকল প্রবণতা দূর করার লক্ষ্যে আগামী বছর থেকে থানা সদরের বাইরে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কলেজে ভর্তির ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাইয়ের ভিত্তিতে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সেই সাথে এ বছর পুরনো সিলেবাসের শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের আগামী বছর পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়। দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ২শ' ৩২টি সরকারী, বেসরকারী বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ না করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে দু' শিফটে ক্লাস নেয়া হবে।

অন্যদিকে রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির তীব্র চাহিদার পরও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর এক আদেশবলে নগরীর ১৩টি প্রথম শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই শিফট পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে এ বছর থেকে রেফার্ড পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

নবেম্বরের শেষ নাগাদ দেশের কলেজসমূহে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ক্লাস চালানোর জন্য এক নির্দেশ জারি করা হয়। শিক্ষকদের কোচিং ক্লাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা এবং যথাযথভাবে ক্লাস না নেয়ার প্রবণতা রোধ করতে কলেজ পালানো শিক্ষকদের তালিকা তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেশে ইংরেজী শিক্ষার ক্রমাবনতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারী-বেসরকারী স্কুলের ইংরেজী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বছরের মাঝামাঝি নাগাদ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা তাঁদের দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে নানান আন্দোলন করে। চাকরি জাতীয়করণসহ পাঁচ দফা দাবিতে কাফনের কাপড় পরে তাঁরা মিছিল করেন। পরবর্তীতে তাঁরা অনশন আরম্ভ করেন। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়, শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী বা জাতীয়করণ করা হলেও ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকরি সরকারী হয়ে যাবে না। পরবর্তীতে শিক্ষকদের দাবির একটি অংশ হিসাবে ১৯ হাজার ৬শ' ৮৬টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ১৫শ' স্কুলকে জাতীয়করণের চিন্তা করবে বলে আশ্বাস দেয়া হয়। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে নয়া নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে বলা হচ্ছে, বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীকে প্রয়োজনীয় কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ ভূমি দান করতে হবে।

ডিসেম্বরের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাবেশে শিক্ষকদের বেতনের সরকারী বরাদ্দ ৭০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮০ শতাংশ করার ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রত্যাশিত দাবি-দাওয়া পূরণ না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সামনে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। ৩০ বছর পর এই প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীকে বার্ষিক ফী হিসাবে দু' হাজার বিশ টাকার বদলে দু' হাজার ছয় শ' টাকা দিতে হবে। বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়েও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়।

এদিকে অক্টোবর নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭টি ভুয়া ভর্তির ঘটনা ধরা পড়ে। ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েই কিংবা মেধা তালিকার নিয়ম ভঙ্গ করে ভর্তি করানোর পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জড়িত থাকার কথা বলা হয়েছে। দেশে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনের দুর্নীতি নিয়ে। মহাখালীর অ্যামা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধেও সেখানকার ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলন করে। [illegible]। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর স্থাপত্য ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রতিবাদে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা অনশন শুরু করে। ভিসিসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদ থেকে ৭১ জন শিক্ষক পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী স্থাপত্য ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা করেন।

দেশে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সরকারের নিকট ১১ দফা সুপারিশমালা পেশ করেছে। এর মধ্যে একটি প্রধান সুপারিশ হচ্ছে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে ছাত্র রাজনীতি বা ছাত্র সংগঠনগুলোর পৃথকীকরণ। এই প্রস্তাবনার পক্ষে-বিপক্ষে সবসময়ই একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রচলিত ছিল। এক সাক্ষাতকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অস্থিরতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দূর হয়ে যাবে না। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতির কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটে এটা সত্যি, তবে তা একমাত্র কারণ নয়।

পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি শিক্ষার মানের নিম্নগতি ও ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য ছাত্র রাজনীতিকেই দায়ী করেন। ছাত্র সংগঠনগুলো এর সমালোচনা করলেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একে বিপুলভাবে স্বাগত জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ফাউ খাওয়াকে কেন্দ্র করে এ বছর বেশ উত্তেজনা বিরাজমান ছিল। ঘটনার উপরে সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাডাররা সাংবাদিকদের প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেয়। ছাত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্রে '৯৮-এ শীর্ষে ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সঞ্জয় তলাপাত্রের মৃত্যু ঘটে। তার কিছুদিন আগেও মে মাসে শিবির বাহিনীর হামলায় নিহত হয় ২ ছাত্র। পরবর্তীতে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনের চালককে অপহরণ করে আটকে রাখে। ভাংচুর করে শিক্ষক বাস।

নানান সহিংসতার কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। সেপ্টেম্বরে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ৩ দিনের মধ্যেই আবার তা জারি করা হয়। পরবর্তীতে নানান আচরণবিধি তৈরি করে দিয়ে অক্টোবর নাগাদ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়। সংঘর্ষ, সহিংসতার কারণে বার বার বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ থেকেছে।

এ বছর মহিলা কলেজগুলোর ছাত্রীদের মধ্যেও ব্যাপক সংঘর্ষ দেখা গেছে। ইডেন কলেজে বাথরুমের লম্বা লাইনকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মধ্যে মারামারি হয়। যার

কথিত যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ঢা.বি. ক্যাম্পাসের মুখোশপরা শিক্ষার্থীরা